05-05-2021 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমৎ অনুসারে চলে সবাইকে সুখ দাও, অসুরিক মতে কেবল দুঃখই দিয়েছো, এখন সুখ দাও, সুখ নাও"

*প্রশ্নঃ - বুদ্ধিমান বাচ্চারা কোন্ রহস্য বুঝে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে ?

*উৎতরঃ - তারা বোঝে যে, এ হল দুঃখ ও সুখ, হার ও জিতের খেলা। এখন অর্ধকল্প সুখের খেলা চলবে। সেখানে কোনো রকমের দুঃখ থাকবে না। এখন নতুন রাজধানী আসছে, তার জন্য বাবা নিজের পরম ধাম ৎযাগ করে বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের পড়াতে এসেছেন, এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদমর্যাদা নিতেই হবে।

*গীতঃ- বদলে যাক দুনিয়া, আমরা বদলাব না.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা অর্থ বুঝলো। এখানে কোনো শপথ ইৎযাদি নেওয়ার দরকার নেই। এখানে তো আৎমার বোধ চাই। আৎমা তমোপ্রধান হওয়ার জন্য একেবারেই বোধহীন হয়েছে। বাচ্চারা জানে - আমরা কিরূপ বোধহীন ছিলাম। এখন বুদ্ধিমান হয়েছি। অন্য সৎসঙ্গ ইৎযাদিতে এইসব কথা বলা হয় না। সেখানে শাস্ৎর, রামায়ণ ইৎযাদি পাঠ করা হয়। এক কান দিয়ে শুনে, অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যায়। কোনো প্রাপ্তি নেই। যজ্ঞ, তপ, দান-পুণ্য ইৎযাদি অনেক করে, ধাক্কা খেতে থাকে। প্রাপ্তি কিছুই নেই। এই দুনিয়ায় কারো সুখ নেই। এখন বাবা সর্ম্পূণ বোধ প্রদান করেন। সবাইকে সুখ-শান্তি একমাৎর বাবা দেন। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। ভকিত মার্গের মানুষও স্মরণ করতে থাকে - হে দুঃখ হরণর্কতা, সুখ প্রদানর্কতা, সদ্গতি দাতা। দেখো, দুনিয়ায় কি চলছে। সবারই দুঃখ আছে। মানুষ মাৎর কেউ জানেনা যে বাবা কে ? বাবার কাছে কি উৎতরাধিকার প্রাপ্ত হয়? অসীম জগতের পিতাকে জানেনা। ধাক্কা খেতে থাকে, শান্তির জন্য। এখন এই কথাটি কে বলেছে যে মনের শান্তি চাই ? আৎমা বলছে, তাও মানুষ জানেনা। দেহ-অভিমান আছে তাইনা। সাধু-সন্যাসী ইৎযাদি সবাই হল দুঃখী, সবাই শান্তি চায়। রোগ ইৎযাদি তো সাধু-সন্যাসীদেরও হয়। র্দুঘটনাও হয়। দুনিয়ায় দুঃখ ছাড়া আর কিছু তো নেই। এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছো। বাবা বুঝিয়েছেন ড্রামাতে নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়া, সুখ ও দুঃখের খেলা নির্দিষ্ট আছে। বাবা তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন এবং সব মানুষ মাৎরের বুদ্ধিতে গোদরেজের তালা লাগানো আছে, সর্ম্পূণ তমোপ্রধান বুদ্ধি। তোমরা বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানো। সঠিকভাবে অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি, তিনি আমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বুঝিয়ে দেন যে এই খেলাটি কীভাবে তৈরি হয়েছে। যখন সুখ থাকে তখন দুঃখের চিহ্ন থাকে না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা বাবার কাছে সুখ-শান্তি-সম্পৎতির উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সৎযযুগ থেকে ৎরেতাযুগের শেষ র্পযন্ত কোনো দুঃখ থাকবে না। এখন তোমরা আলোয় বাস করছো। তোমরা পুরুষার্থ করছো - নিজের রাজধানীতে একে অপরের চেয়ে উঁচু পদ র্মযাদা প্রাপ্ত করো। এই স্কুল হল অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো উনি হলেন আমাদের মোস্ট বিলাভেড বাবা, যাঁর মহিমা হল অপরমঅপার। উনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা, তিনি শ্রীমৎ দেন। বাকি সব মানুষ অসুরিক মতানুসারে একে অপরকে দুঃখ দেয়। তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী সবাইকে সুখ দিতে হবে। এই ড্রামাতে আমরা হলাম অভিনেতা, সে কথা কেউ জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছো এই ড্রামাতে ভারতবাসীদেরই অলরাউন্ড র্পাট আছে। পূর্বে তো তোমরা কিছুই জানতে না। এখন তো মূলবতন থেকে সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব কিছু তোমরা জেনেছো। প্রকৃত সৎয জ্ঞান তোমাদেরই আছে। পরমপিতা পরমাৎমা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়াচ্ছেন। বাবা আমাদের ত্রিলোকের সর্ম্পূণ জ্ঞান দিচ্ছেন। এ হল কাঁটার জঙ্গল। বাচ্চারা জানে - এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুল অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হই। এখানে তো ছোট-বড় সবাই দুঃখ দেয়। গর্ভে বাচ্চারা নিজের মা-কে দুঃখ দেয়। এই দুনিয়া হল পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এই সৃষ্টি চক্রের কথা কেউ জানেনা। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কত গুলি জন্ম নিয়েছি, আবার কোথায় যাবো ?.... কিছুই জানেনা। অসীম জগতের পিতা অর্থাৎ সব সীতাদের একমাৎর রাম, তিনি হলেন নিরাকার। তোমরা সবাই হলে সীতা। বাবা হলেন বরাইডগ্রুম। এক প্রিয়তমের সবাই প্রিয়তমা, সবাই ভকিতরুপা। সব সীতা, সব রাবণের জেলে বন্দী হয়ে শোক বাটিকায় রয়েছে। সর্ম্পূণ দুনিয়ার সব মানুষ মাৎরই এক ভগবানকে স্মরণ করে। ভকতদের রকষক ভগবানকে বলা হয়। তোমরা সবাই হলে এখন ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ জানে - আমাদের শিববাবা পড়াচ্ছেন। বাবার কাছে উৎতরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গ বলো বা দৈব রাজধানী বলো - এই হল স্বর্গের রাজধানী তাইনা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন স্বর্গের মালিক। এই কথাও তোমরা এখন বুঝেছো। এখানে যখন সৎযযুগ ছিল তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন হল কলিযুগ। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে তাই কিছুই জানেনা যে এখন হল কলিযুগের শেষ সময়। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা সবাই সীতা, তোমাদের সদগতি দাতা হলেন একমাৎর রাম। সব সীতা রা র্দুগতিতে আছে, কিন্তু এই কথা কেউ বোঝে না যে আমরা র্দুগতিতে আছি। নিজের ধন সম্পদের নেশা আছে। আমাদের এত বাড়ি, এত সম্পদ, এত মহল আছে, কেউ জানেনা যে দুঃখের দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হবে। মৃৎযু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। এইসব যা কিছু পুরানো দুনিয়ায় দেখতে পাও, বিনাশ হয়ে যাবে। বিনাশের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। সেই গীতার ভগবান আছেন। কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফিতে সন্তানের নাম (শ্রীকৃষ্ণের)

লিখে দিয়েছে। এখন শিববাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় ভুল এই হয়েছে যে ভগবানের নাম উল্লেখ করা হয় নি।

তোমরা বাচ্চারা জানো, আমাদের কোনো মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসী ইৎযাদি পড়াচ্ছেন না, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন পিতা, টিচারও হলেন তিনি, গুরুও হলেন তিনি। তিনিই হলেন সব কিছু। এই কথা তো ভুলে যাওয়া উচিত নয় তাইনা। বাবা বলেন - সবাই আমার সন্তান কিন্তু সবাইকে কি পড়াবো নাকি। বাবা বলেন - আমরা ভারতবাসী, আমাদেরকে পুনরায় রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। ভারতবাসী স্বর্গবাসী ছিল, হীরে সম ছিল, এখন কড়ি সম হয়েছে। ঘরে ঘরে অনেক অশান্তি। বলে - বাবা আমার খুব রাগ অনুভব হয়, সন্তানদের মারধর করতে হয়। ভয় অনুভব হয়, আমরা ৫-টি বিকার যদি বাবাকে দান করেছি তাহলে আমরা এইসব কেন করি ? বাবা বোঝান - এই সময় সবার উপরে ৫ বিকারের গ্রহণ রয়েছে। দেহ-অভিমানের ভূত এলে অন্য সব ভূত (বিকার গুলি) এসে যায়। এখন বাবা বলেন - দেহী-অভিমানী হও। এখন তোমরা বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছ। সৎযযুগেও আমরা আৎম-অভিমানী ছিলাম। বোধগম্য হয় - আৎমার এই শরীর এখন পুরানো হয়েছে। আয়ু পূর্ণ হয়েছে তাই এই শরীর ৎযাগ করে এখন নতুন ধারণ করতে হবে। র্সপ যেমন পুরানো খোলস ৎযাগ করে নতুন ধারণ করে, র্সপের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্তটি হল সৎযযুগের। সেখানে তোমরা এমন করে শরীর ৎযাগ কর, দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। এখানে অনেক দুঃখ আছে। কান্নাকাটি ইৎযাদি অনেক হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - এ হল পুরানো খোলস। এখানে কোনো নতুন খোলস প্রাপ্ত হয় না। এ হল অন্তিম পুরানো জুতো। এখন তোমরা এর প্রতি বিরকত হয়েছো। সেখানে তো খুশী অনুভব করে এক শরীর ৎযাগ করে অন্যটি ধারণ করে। এই কথাগুলি তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে অনেক নতুন আৎমারা আসে কিছুই বুঝতে পারে না। দুই চার দিন এখানে বুঝে শুনে ফিরে যায় আর ভুলে যায়। হযাঁ, ভালো ভাবে যদি শোনে, খুশী অনুভব করে তাহলে প্রজায় আসবে। প্রজা তো অসংৎয তৈরি হবে, তাইনা। এ হল ঈশ্বরের দ্বার অথবা ঘর তোমরা ঈশ্বরের ঘরে বসে আছো। পরমপিতা নিজ পরমধাম ৎযাগ করে এখানে সাধারণ দেহে এসে বসে আছেন। পরমধামে তো বাবার কাছে আৎমারা বাস করে। এখানে সঙ্গমে বাবা স্বয়ং এসেছেন - পতিতদের পবিৎর করতে। তাঁকে শিব নিরাকার বলা হয়। নিরাকার বাবাকে আৎমারা, ও গড ফাদার বলে ডাকে। মানুষ না বুঝে বলে দেয়, ও গড ফাদার। এই লকৎমী-নারায়ণকেও ইউরোপিয়ানরা ভগবান-ভগবতী বলে। এদের কে এমন বানিয়েছে ? এই দেবতাদের বলে আপনি র্সব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সর্ম্পূণ আর নিজেদের কি বলে ? এই কথা জানেনা যে দেবতারাও মানুষ। ভারতেই রাজৎব করে গেছে। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহিমা গান করে। নিজেকে নীচ পাপী বলে। কৃষ্ণের মন্দিরেও গিয়ে মহিমা গান করে। শিবের এমন মহিমা গান করবে না। তাঁর মহিমা পৃথক। শিবের কাছে গিয়ে এটাই বলে আমাদের ঝুলি ভরে দাও। তারপরে বলে ভাঙ খায়, ধুতরা খায়। আরে ভাঙ ধুতরা এলো কোথা থেকে ? কিছুই বোধ নেই। চাইতে থাকে - স্বামী চাই, এই চাই .... দীপমালা অর্থাৎ দীপাবলীতে লকৎমীর আহবান করে। লকৎমী কে, সে কথা জানে না। ৮-১০ টি ভূজ কখনও হয় কি ? এই চর্তুভূজ স্বরূপ দেখানো হয় কারণ হল প্রবৃৎতি র্মাগ। তার নাম বিষ্ণু রেখেছে। লকৎমী-নারায়ণ তো সৎযযুগে বাস করেন। মানুষ জানেনা যে বিষ্ণুর দুইটি রূপ লকৎমী-নারায়ণের দ্বারা পালন হয়। চিৎের লকৎমীকে ৪-টি ভূজা দিয়েছে। ৪-টি ভূজধারীর সন্তানও ৪ ভূজ সহ হওয়া উচিত। কিছুই বোধ নেই। তোমরা এখন বুঝেছো - বাবা যখন আসেননি তখন আমরাও কিছু জানতাম না। এখন সর্ম্পূণ বিশ্বের আদি-মধয-অন্তকে জেনেছো। বাবা এসে পতিত দুনিয়াকে পবিৎর বানাচ্ছেন। আহবান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসো। এবার পরমাৎমা আসবেন কীভাবে ? কীভাবে এসে পতিতদের পবিৎর বানাবেন ? বাবা বলেন ৫ হাজার বছর পূর্বে দৈবী স্বরাজ্য বানিয়েছিলাম তারপরে তোমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছো ? এই কথাটি পূর্বে তোমাদের বুদ্ধিতে একেবারেই ছিল না। বরহমাও জানতেন না। রাধে-কৃষ্ণ, লকৎমী-নারায়ণের পুজো করে। কিন্তু এই কথাটি জানেনা যে রাধে-কৃষ্ণ ই স্বয়ম্বরের পরে লকৎমী-নারায়ণ হয় তাই প্রিন্সেস রাধে, প্রিন্স কৃষ্ণকে বলা হয়। স্বয়ম্বরের পরে মহারাজা-মহারানী হয়। ইনি নিজেই সেই স্বরূপ ধারণ করছেন, উনি সেকথা জানতেন না। যদিও কারো র্দশন হয় কিন্তু একটুও বোধগম্য নয়। তবুও ভকতদের ভাবনা অল্পকালের জন্য র্পূণ করে সাকষাৎকার করাই। এখানে তো ধযান বা র্দশনের কোনো কথা নেই। বাবা তো বোঝান - সাকষাৎকারে মায়া প্রবেশ করলে তোমরা পদ ভরষ্ট হয়ে পড়বে। অনেকে এসে বলে - আমাদের শিববাবার সাকষাৎকার হোক। আরে তোমাদের বোঝানো হয় - ফায়ার ফলাই অর্থাৎ জোনাকি খুব ছোট , চোখে দেখা যায়। আৎমা তো তার চেয়েও ছোট, সূকৎম বিন্দু স্বরূপ। যেমন আৎমা তেমন পরমাৎমার স্বরূপ। সাকষাৎকার হলেও সূকৎম বিন্দুর হবে। এই তো হল সূকৎম বিন্দু যা ভ্রুকুটির মাঝখানে অবস্থান করে। আৎমার সাকষাৎকার হলেও কিছুই বুঝবে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো - এখন আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। সব বরহমাকুমার - কুমারীরা শিববাবার কাছে স্বর্গের উৎতরাধিকার প্রাপ্ত করছে। আমাদের মুৎয লকৎযটি হল এটাই। আমরা স্টুডেন্ট তাইনা। তোমরা বলো - বাবার কাছে সহজ রাজযোগ শিখতে এসেছি। এই হল মুৎয লকৎয। এই কথাটি বাচ্চাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ভকিত মার্গে ভকতরা দেবতাদের চিৎর সঙ্গে রাখতো। তাহলে তো তোমাদের এই ৎিরমূর্তির চিৎর পকেটে রাখা উচিত। শিববাবার দ্বারা আমরা এই লকৎমী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আৎমাদের পিতা ওঁনার আৎমারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শিববাবাকে বিকারের দান দিয়ে তা কখনও ফিরিয়ে নেবে না। দেহ-অভিমানের ভূতের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হবে। এই ভূতের দ্বারা সব ভূত (বিকার) এসে যায় তাই আত্ম -অভিমানী হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে।

২) ধ্যান করা বা দর্শনের আশা রাখবে না। মুখ্য লক্ষ্যটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে।

বরদানঃ- নিজ স্মৃতিতে থেকে প্রতিটি কর্মকে সংযম (নিয়ম) বানিয়ে অথরিটি স্বরূপ ভব

যেমন (ব্রহ্মা বাবা) সাকারে নিজ স্মৃতিতে থেকে যে যে কর্ম করেছেন, সেসব ব্রাহ্মণ পরিবারে সংযম হয়ে গেছে। নিজের নেশায় থাকার দরুন অথরিটি সহকারে বলতে পেরেছেন যে, যদি সাকার দ্বারা কোনো কর্ম ভুল হয়েও যায় তাও শিব বাবা ঠিক করে দেবেন। নিজ স্বরূপের স্মৃতিতে থাকলে এই নেশা থাকে যে কোনো কর্ম ভুল হতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারাও যখন নিজ স্থিতিতে স্থির হবে তখন যে সঙ্কল্প করবে, যে কথা বলবে বা কর্ম করবে, সেইগুলি সংযম (নিয়ম) হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- পবিত্রতার পিলার মজবুত করো, তাহলে এই পিলার লাইট হাউসের কাজ করতে থাকবে।